১.৪.১ পণ্ডিত রাজকর্মচারী ও পণ্ডিত ভদ্রশ্রেণী বা জেন্ট্রি

প্রাক্-আধুনিক চীনে পণ্ডিত রাজকর্মচারীদের উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বা জেন্ট্রি (Gentry) হিসাবেও আখ্যায়িত করা হত। তবে ষোড়শ শতকীয় ইংল্যান্ডের ইতিহাসের জেন্ট্রি শ্রেণীর সঙ্গে চীনের জেন্ট্রিদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় না। জাঁ শ্যেনো বলেছেন—"জেন্ট্রিরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে চীনের শাসকশ্রেণী ; তাঁরা তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন—ক্ষমতা, জ্ঞান এবং জমি" (They [Gentry] were the ruling class in the full sense of the term ; they possessed power, knowledge and land.)।

জেন্ট্রি শ্রেণীর প্রতিটি সদস্যই যে উপরোক্ত তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন, বা সেগুলি সমান পরিমাণে উপভোগ করতেন—বাস্তবে বিষয়টি কিন্তু সেরকম ছিল না। বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষ কনফুসীয় রীতিতে পরিচালিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতেন। অনেকেই আবার স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে জমির মালিকানা নিতে চাইতেন না। জেন্ট্রি শ্রেণীর একাংশ সরাসরি রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই চীনে জমি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস। সাধারণত কনফুসীয় ডিগ্রিধারীরা এবং সরকারি পদাধিকারীরাই জমির অধিকারী হতেন। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত জমিদার এবং পণ্ডিত দরিদ্র ব্যক্তিও দেখা যেত। তবে জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যদের সামনে সম্পদ উপার্জনের বহু উপায় উন্মুক্ত ছিল। সামাজিক মর্যাদার কারণেই তাঁরা সম্পদশালী শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

প্রাচীন এশীয় ঐতিহ্য অনুসারে চীনের পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা পণ্ডিত ভদ্রশ্রেণী (Scholar officials or scholar gentry) সাধারণত পদাধিকার বলেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতেন। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে চীনের ব্যবস্থার একটি বড় তফাৎ চোখে পড়ে। মধ্যযুগের ইউরোপের অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল না। তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিফলন ছিল মাত্র। চীনের জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্য হবার জন্য তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ছিল—রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা।

জেন্ট্রি শ্রেণী চীনা সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং এই শ্রেণীর সদস্যরা বেশ কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতেন। কনফুসীয় মন্দিরগুলির সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদানের অধিকারী ছিলেন কেবলমাত্র জেন্ট্রিরা। জেন্ট্রির সদস্যরা পোষাক ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব বজায় রাখতেন, যাতে সাধারণ মানুষের (commoners) সঙ্গে তাঁদের অনায়াসেই আলাদা করা যায়। তাঁর নীল বর্ডার দেওয়া কালো রঙের এক বিশেষ ধরনের পোষাক পরতেন এবং তাঁদের ঘোড়ার জিন ও লাগাম পশম, কিংখাব ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সজ্জিত থাকত। একজন সাধারণ মানুষ, যত ধনীই তিনি হোন না কেন, উপরোক্ত জিনিসগুলি ব্যবহার করতে পারতেন না। জেন্ট্রি শ্রেণীর যে সমস্ত সদস্য সরকারি পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ রাজপদে আসীন হতেন তাঁরা তাঁদের জামায় এক বিশেষ ধরনের সোনার বোতাম ব্যবহার করতেন।

কোন সাধারণ মানুষ কখনোই কোন জেন্ট্রিকে অপমান করতে পারতেন না। এমনকি রাজকর্মচারীরাও জেন্ট্রিদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী ছিলেন না। কোন সাধারণ মানুষ জেন্ট্রির কোন সদস্যকে অপমান করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। তাছাড়া সাধারণ মানুষ জেন্ট্রি শ্রেণীর কোন সদস্যকে মামলা মোকদ্দমায় সাক্ষী হিসাবে জড়াতে পারতেন না। জেন্ট্রিরা নিজেরাও চীনের আদালতে বেশ কিছু আইনী সুযোগ সুবিধা পেতেন। কোন জেন্ট্রি স্বয়ং মামলায় জড়িয়ে পড়লে তিনি নিজে আদালতে যেতেন না ; তাঁর কোন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিতেন। যে কোন বড় অপরাধের জন্যই জেন্ট্রির সদস্যরা অত্যন্ত হাল্কা শাস্তি পেতেন। কঠিন শাস্তির হাত থেকে তাঁদের অব্যাহতি (Immunity) দেওয়া হয়েছিল।

জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যদের কোনরকম কায়িক শ্রমের কাজ করতে হত না। বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের কারণে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা পড়াশোনা ও অন্যান্য বৌদ্ধিক কাজকর্মের সাথেই কেবল যুক্ত থাকবেন। তাছাড়া জেন্ট্রিরা সাধারণ মানুষ বা commoner-দের চেয়ে অনেক কম কর দিতেন। জেন্ট্রিরা এক বিশেষ ধরনের বড় বাড়িতে বসবাস করতেন, যেগুলিকে বলা হত Gentry Household বা শেন-হু। সাধারণ মানুষেরা যে সমস্ত ছোট বাড়িতে বসবাস করতেন সেগুলি Commoner household বা মিন-হু নামে পরিচিত ছিল। বড় বাড়িতে বসবাস করা সত্ত্বেও কোন জেন্ট্রিকে গৃহ কর দিতে হত সাধারণের চেয়ে অনেক কম। একজন জেন্ট্রির জমিতে অনেক চাষী কাজ করতেন। কিন্তু রাষ্ট্রকে দেয় করের সিংহভাগ আসত চাষীদের কাছ থেকে,

ভূ-স্বামী জেন্ট্রির কাছ থেকে নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কোন বছর খারাপ ফসল হলে ভূ-স্বামী জেন্ট্রি সরকারের কাছে কর মকুবের আবেদন জানাতেন। অজুহাত থাকত সাধারণ কৃষকের অসুবিধা। কিন্তু ভূ-স্বামী জেন্ট্রির এই আবেদন গ্রাহ্য হবার পর দেখা যেত যে, করভার লাঘবের পুরো ফয়দা তুলে নিয়েছেন জেন্ট্রিরা। সাধারণ কৃষকের কোন লাভ হয়নি। কারণ জেন্ট্রিরা কৃষকের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা হিসেব মতই আদায় করে নিতেন।

আমলা ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব জেন্ট্রিদের ওপর ন্যস্ত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটরা বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের জন্য জেন্ট্রিদের ওপর নির্ভর করতেন। তাছাড়া যে কোন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা জেন্ট্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জেন্ট্রির সদস্যরা এলাকায় নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বাঁধ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্থানীয় বিশ্বকোষ রচনায় সাহায্য করা, বিদ্যালয় তৈরি করে সেখানে শিক্ষাদান করা, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সাহায্য করা—এই কাজগুলিকে জেন্ট্রিরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। দরিদ্রদের জন্য চাল বণ্টন কেন্দ্র খোলার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ এবং উপরোক্ত জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। স্থানীয় আমলা বা ম্যান্ডারিনদের শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে জেন্ট্রির সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত।

স্থানীয় ক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জেন্ট্রিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বাইরে সালিশীর মাধ্যমে স্থানীয় ঝামেলা মেটানোর উদ্যোগ নিতেন তাঁরা। চীনাদের কাছে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি ছিল মানসম্মানের পরিপন্থী একটি ব্যাপার। তাই সাধারণ মানুষও জেন্ট্রি শ্রেণী কর্তৃক সালিশীর বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন।

জেন্ট্রির সদস্যরা নিজেদের চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিভাবক বলে মনে করতেন। চীনের মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যরা নিজেদের নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে জেন্ট্রিরা বেশ কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে মাসে দুবার কাং-শির রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য সংক্রান্ত ১৬টি বাণী সম্বলিত পবিত্র নির্দেশ (Sacred Edict of Sixteen Politico-Moral Maxims) ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এখানে উল্লেখ

করা জরুরী যে চীন সম্রাট কাং-শি তাঁর রাজত্বের একাদশ বছরে অর্থাৎ ১৬৭২ সালে এই পবিত্র নির্দেশ জারী করেছিলেন। রাষ্ট্রের তরফে মনে করা হত যে সৎ, দয়ালু ও ধার্মিক ব্যক্তিরা সুশৃঙ্খল নৈতিকতা বজায় রাখার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। তাই নীতি শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। জেন্ট্রিরা স্থানীয় গেজেটিয়ার প্রকাশ করে সেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতেন।

সমাজে যখন বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিত, সাম্রাজ্যিক সামরিক বাহিনী অনেক সময়ই এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হত। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা বেসরকারি ফৌজ (Private militia) গঠন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও এই বেসরকারি বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। এলাকার দুর্গ ও নগরপ্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য তাঁরা তহবিল তৈরি করতেন এবং আরও নানাভাবে এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাঁরা সুদৃঢ় করতেন।

জমির মালিকানার সঙ্গে মানমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তির বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই জেন্ট্রি শ্রেণী তাঁদের উদ্বৃত্ত পুঁজি সাধারণত জমিতেই বিনিয়োগ করতেন। তবে এই উদ্বৃত্ত পুঁজির উৎস ছিল বাণিজ্য। ফেয়ারব্যাঙ্ক মনে করেন জেন্ট্রি শ্রেণীকে একটি ভূ-স্বামী শ্রেণী হিসাবে দেখা কিঞ্চিৎ অতিসরলীকৃত একটি সিদ্ধান্ত। কারণ জেন্ট্রিরা একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে কেবলমাত্র ভূ-সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং ক্ষমতাবান হওয়ার অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত ছিল শিক্ষা। ফেয়ারব্যাঙ্ক মন্তব্য করেছেন—"একটি শ্রেণী হিসাবে জেন্ট্রিরা জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করতেন বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে, আর পরোক্ষভাবে সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে" (the gentry as a class gained national political influence directly from intellectual accomplishments and only indirectly from wealth and property.)।

চীনে একটি সংবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা জেন্ট্রিদের সঙ্গে একটি শ্রেণী হিসাবে ভূ-স্বামীদের কি ধরনের সাদৃশ্য বা সম্পর্ক ছিল—তা নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন জাঁ শ্যোনো (Jean Chesneaux)। তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানে একটি সামন্ততান্ত্রিক

ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেশের বৃহৎ সংখ্যক কৃষককে কতিপয় ভূ-স্বামীর ওপর অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত দিক দিয়ে নির্ভরশীল থাকতে হত এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হত। আর্থিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার এই অভিনব সমন্বয়কে জোসেফ নিধাম (Joshph Needham) "আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র" (Bureucratic Feudalism) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিতর্কিত বিষয়ে সালিশী করা থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা ইত্যাদি নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন জেন্ট্রিরা। আঞ্চলিক স্তরে তাদের কার্যাবলী অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা। একদিকে তাঁরা প্রশাসকদের স্থানীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তাঁরা স্থানীয় প্রশাসক বা রাজকর্মচারীদের কাছে তুলে ধরতেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা নিয়ে রাজকর্মচারীদের কাছে ঘেঁষতে পারতেন না। কিন্তু জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যরা যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেটদের সমান সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করতেন, তাই তাঁরা অনায়াসেই বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে তুলে ধরতে পারতেন। প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ—এই দুই জগতেই তাঁদের বিচরণ ছিল অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। স্থানীয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটরা আইনী ক্ষমতা উপভোগ করতেন, আর আইন-বহির্ভূত বিরাট ক্ষমতা ছিল জেন্ট্রিদের হাতে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও জেন্ট্রিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটত না, কারণ সাধারণত একই বিশেষ রাজনৈতিক স্তর ছিল তাদের উভয়েরই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠত। তখন কোনরকম শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জেন্ট্রিরা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতেন। কারণ স্থানীয় স্তরে প্রশাসকদের চাপে রাখার ক্ষমতা একমাত্র জেন্ট্রির সদস্যদেরই ছিল। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অভ্যুত্থান সংগঠিত করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। সুতরাং একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে চীনা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন জেন্ট্রিরা। তাই ইম্যানুয়েল সু-কে অনুসরণ করে বলা যায়—যুক্তি-সঙ্গতভাবেই চীনকে কখনো কখনো একটি 'জেন্ট্রি রাষ্ট্র' হিসাবে আখ্যায়িত করা হত (It is not without good reason that China was sometimes described as 'gentry state'.)।